মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নারী নেতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানজনক গ্লোবাল উইমেন লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভিশন:

জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ

ও সুরক্ষিত শিশু

মিশন:

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ভিত্তি (Guiding principles)

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW), ১৯৭৯
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১
- বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৫
- জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১
- রুলস অব বিজনেস. ১৯৯৬
- এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি
- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	পরিচলন ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়	মোট বরাদ্দ
২০১৬-১৭	১৯৬৫.৬৬	২০৭.৮৭	২১৩৭.৫৪
২০১৭-১৮	২৪০৮.৯৩	২২৪.২৬	২৬৩৩.১৯
২০১৮-১৯	২৯৪৭.৭৯	৫০৯.৬৪	৩৪৫৭.৪৩
২০১৯-২০	৩১২৪.৬২	৬৬৪.১৫	৩৭৮৮.৭৮
২০২০-২১	৩১৮৩.৬১	৬৭৬.২৯	৩৮৫৯.৯০
২০২২-২৩	৩৫০৭.৩৫	৭৮৩.৪৪	৪২৯০.৭৯

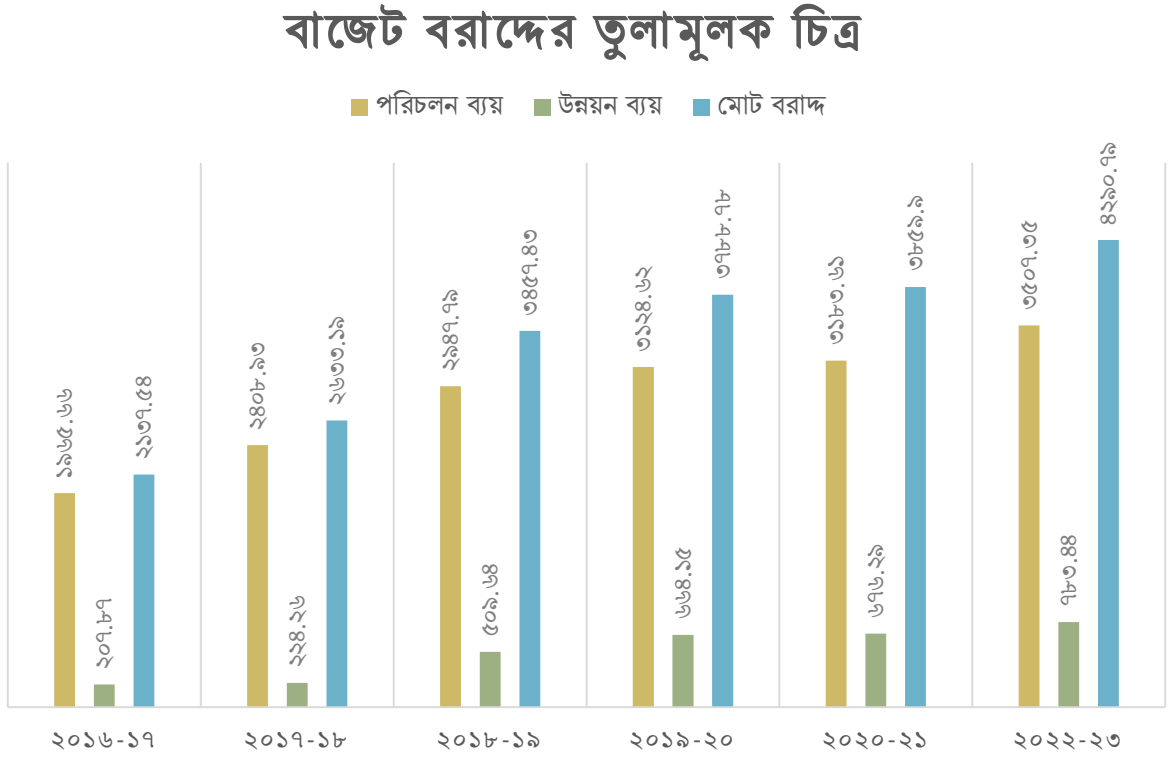

মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সংস্থা

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
- জাতীয় মহিলা সংস্থা
- জয়িতা ফাউন্ডেশন
- ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৭ টি এবং কর্মসূচী ১৮ টি

মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	কর্মসূচী সংখ্যা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৩ টি	১৫ টি
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০৮ টি	০৩ টি
জাতীয় মহিলা সংস্থা	০৩ টি	-
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	০১ টি	-
জয়িতা ফাউন্ডেশন	০২ টি	-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ও ব্র্যান্ডিং

‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ’-এর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম একটি উদ্যোগ।

- **‘শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা’** শ্লোগানটি ব্র্যান্ডিং হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার চিঠি, খাম, প্যাড, পোষ্টারে ও ফোল্ডারের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।
- নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে ব্র্যান্ডিংকরণে ‘জয়িতা ফাউন্ডেশন’ গঠিত হয়েছে।
- জয়িতাদের তৈরী পণ্য ব্র্যান্ডিং করে দেশে এবং বিদেশে বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৫৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জয়িতা টাওয়ার নির্মিত হচ্ছে।
- ‘জয়িতা অন্বেষেণে বাংলাদেশ’ কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন থেকে বিভাগীয় পর্যায় নির্বাচিত জয়িতাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ৫ ক্যাটাগরির ৫জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে পুরস্কৃত করা হয়।

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ এবং জেন্ডার বাজেটিং

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুসারে নারী-পুরুষের সমতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে আছে।বাংলাদেশ তার সামগ্রিক লিঙ্গ বৈষম্য ৭১.৪% রোধ করেছে এবং বিশ্বব্যাপী ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ৭১ তম স্থান অর্জন করেছে।

জেন্ডার রেস্পন্সিভ বাজেটিং: বর্তমান সরকার নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করেছে। ৪৪ টি মন্ত্রনালয় এবং বিভাগে জেন্ডার বাজেট করা হয়। লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারী উন্নয়নের জন্য ৪৪ টি মন্ত্রণালয়ে মোট ২২৯,৪৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মেগা প্রকল্প সমূহ

- কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (৫৫১.৫৬ কোটি টাকা)
- “তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” (৫৪৪.৯০ কোটি টাকা)
- ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল (২৮৩.২২ কোটি টাকা)
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি- সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) (১১৫.০৭৬ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ২৭.৬০ কোটি টাকা)
- Accelerating Protection for Children (APC) (১১৫.০৬ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১০৮.৪০ কোটি টাকা)
- জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প (১৫৪.২৫ কোটি টাকা)
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প (২৬২.৯৯ কোটি টাকা)
- আইসিভিজিডি (২য় পর্যায়) প্রকল্প (৩২৭.৭৩ কোটি টাকা)
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবনাক্ততা মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২৭৬.৮৬ কোটি টাকা)

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

- ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রাম (VWB) কার্যক্রম: ২ বছর চক্রাকারে ১০.৪০ লক্ষ জন উপকারভোগী মহিলাদের মাসিক ৩০ কেজি প্যাকেটজাত খাদ্য (চাল) এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা (প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ঋণ) প্রদান।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (পূর্বের কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি এবং দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি):

শহর অঞ্চলে দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকাল স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাতক শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ এবং পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা এ কর্মসূচি থেকে প্রদেয় ভাতা পূরণ করছে।

গর্ভবতী মহিলারা ১ম ও ২য় গর্ভাবস্থায় এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, এ এন সি কার্ড এবং পছন্দের একাউন্ট তথ্য সহ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) এর মাধ্যমে আবেদন করেন।

নির্বাচিত ভাতাভোগীরা G2P পদ্ধতিতে ৩৬ মাস ব্যাপী প্রতি মাসে ৮০০/- টাকা হারে ভাতা পান নিজের একাউন্টে।

সকল আর্থিক সহায়তা সম্পূর্ণ G2P (Government 2 Person) পদ্ধতিতে EFT – এর মাধ্যমে উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব/ মোবাইল ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

অন্যান্য সুরক্ষা ও সহায়তামূলক কার্যক্রম

- ## নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যান তহবিল

  নির্যাতিত, অসহায় ও দুঃস্থ মহিলা ও শিশু আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ‘নির্যাতত, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল পরিচালনা নীতিমালা’র আলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান

- ## কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

  ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী মহিলাদের সেবা প্রদান

- ## শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

  শিশু দিবাযত্ন আইন ২০২১ প্রণীত হয়েছে। বিধিমালা চূড়ান্ত করণের কার্যক্রম চলমান। মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ মূহুর্তে ৮৫ টি দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যান্য সুরক্ষা ও সহায়তামূলক কার্যক্রম

- পথ শিশু পূনর্বাসন কার্যক্রম

  ২ টি (ঢাকার কমলাপুর ও কাওরানবাজার)

- স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি

  সমগ্র বাংলাদেশে অদ্যবদি নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা ২০৩৫৭

  অনুদান প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা ৩৭০০

- সেলাই মেশিন বিতরণ

  নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতি, দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়মিত সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়ে থাকে।

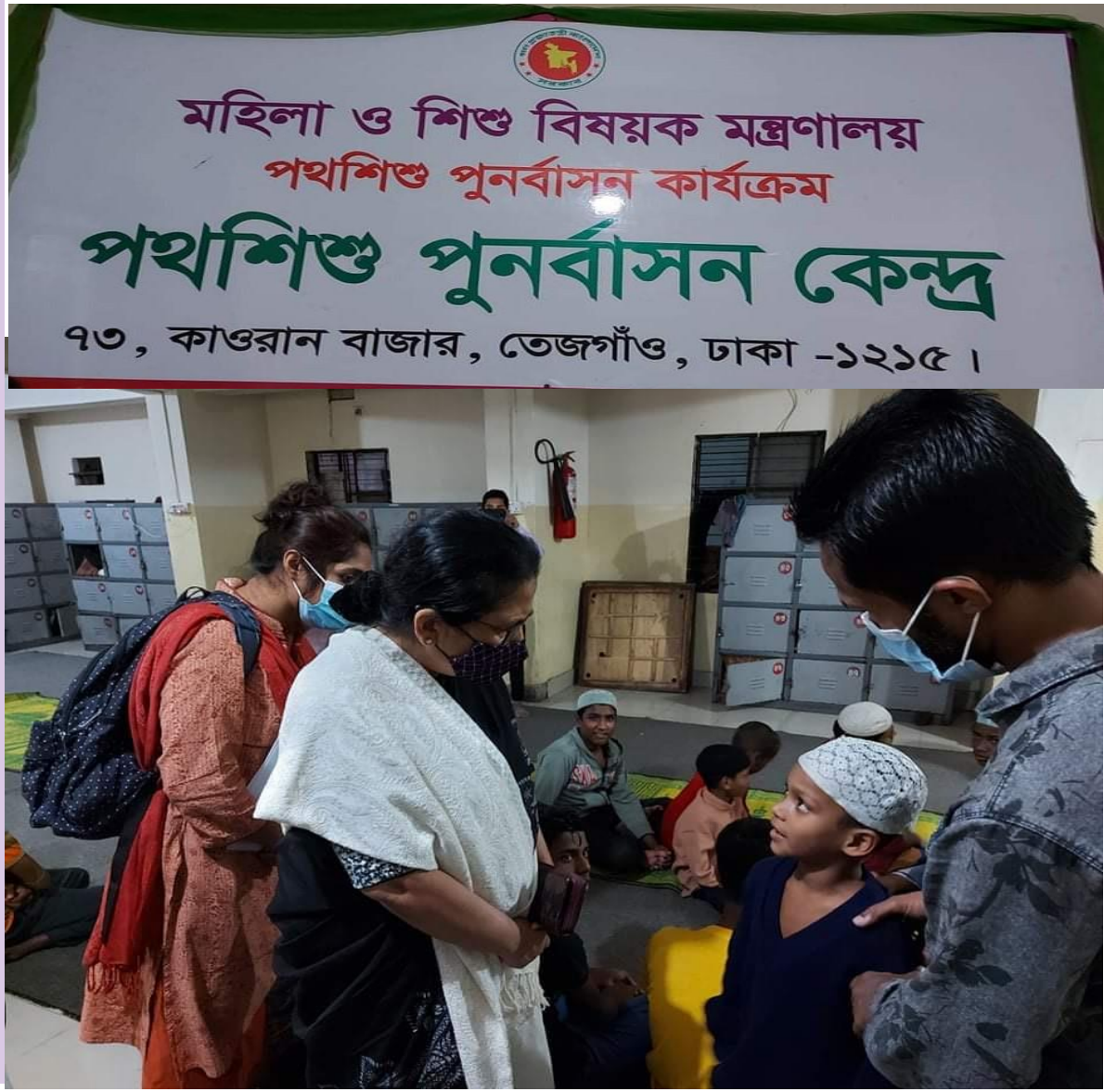

অন্যান্য সুরক্ষা ও সহায়তামূলক কার্যক্রম

- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল

  নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্য ১৪টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ৬৭টি জেলা/ উপজেলা হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন।

- ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার

  ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান

অন্যান্য সুরক্ষা ও সহায়তামূলক কার্যক্রম

- শিশু বিকাশ কেন্দ্র

  দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ছয়টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা

- শিশু কিশোরী ও মহিলা নিরাপদ হেফাজতী কেন্দ্র

  ২০১১ সাল থেকে গাজীপুরে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু কিশোরী ও মহিলা নিরাপদ হেফাজতী কেন্দ্র পরিচালনা

- নারী সহায়তা কেন্দ্র

  ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে নির্যাতিত নারীদের আশ্রয় ও আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য ০৬ টি নারী সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা।

নারীর ক্ষমতায়নে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- প্রতিটি জেলায় জীবিকায়ণের জন্য দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- ১৩৬ উপজেলায় নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)
- উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (IGA) প্রকল্প
- নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
- তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
- জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি ও অন্যান্য আবাসিক/ অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ২০১২ সাল থেকে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন '১০৯' পরিচালনা। এর মাধ্যমে মে/২০২২ পর্যন্ত ৫৩,৭৯,৪৮০ টি ফোনকল গ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় 'জয়' মোবাইল অ্যাপস ২৯ জুলাই, ২০১৮ সালে চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপস-এর মাধ্যমে আক্রান্ত নারী বা শিশু ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯, সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, মেট্রোপলিটন এলাকার উপ-পুলিশ কমিশনার, নিকটস্থ থানা এবং এই অ্যাপসে সংরক্ষিত ৩টি FnF মোবাইল নম্বরে ভিক্টিমের GPS অবস্থান এবং অডিও ও ভিডিও তথ্য প্রেরণ করতে পারবেন। এ পর্যন্ত ১৭২১ জন এই অ্যাপসের মাধ্যমে সহায়তা পেয়েছেন।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০

নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ

- মাতৃত্বকালীন ছুটি ২০০৯ সালে ০৩ মাস থেকে ০৪ মাস এবং ২০১১ সালে ০৪ মাস থেকে ০৬ মাস পূর্ণ বেতনসহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- কর্মজীবী নারীর শিশুর জন্য এই মুহূর্তে ৮৫টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কর্মজীবী নারীর জন্য ঢাকা এবং বিভাগীয় সদর দপ্তরে নিরাপদ আবাসিক হোস্টেল সুবিধা প্রদান করছে।
- উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মজীবী নারীদের জন্য নিরাপদ আবাসিক হোস্টেল এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্প্রসারণের ভবন নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- গনপরিবহনে নারী,শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ৯টি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। নারীদের জন্য আলাদা বাস সেবা এবং নিরাপদ যানবাহন প্রকল্প পাইলট প্রোগ্রামও গ্রহণ করা হয়েছে।
- নারীদের জন্য গণপরিবহনে নিরাপত্তা জোরদার করতে রাজধানীতে চলাচলকারী বাসে ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

- ‘তথ্য আপা’

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

উপজেলা পর্যায়ের ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে উঠান বৈঠক ও বাড়ি বাড়ি গমণ করে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা যেমন- রক্তচাপ পরীক্ষা, ওজন পরিমাপ, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সেবা যেমন- ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সিং, চাকরির তথ্য, পরীক্ষার ফলাফল এবং সরকারি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত প্রাপ্তিতে এ তথ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ

- জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় ৪৫৪৩০ জন মহিলাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

- "আমার ইন্টারনেট আমার আয়" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২৩০৪ জন নারীকে পর্যায়ক্রমে ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন-ডাটা এন্ট্রি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং ই-কমার্স বিজনেসের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

- “মহিলা আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৩০০০ নারীকে ১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির মাধ্যমে আউটসোর্সিং কাজে নারীদের পারদর্শী করে তোলা এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘরে বসেই শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্বল্প শিক্ষিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

- ঢাকাসহ সারা দেশে বাসের নারী যাত্রীদের প্রায় প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানিসহ নানা রকম উত্ত্যক্তের ঘটনার শিকার হতে হয়। বিভিন্ন সময় বাসের ভিতর নারী যাত্রীকে ধর্ষণ এবং সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণ শেষে চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এ অবস্থায় সরকার বাসে নারী যাত্রীদের সুরক্ষায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ‘গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কর্মসূচি’ নামক কর্মসূচির অধীনে ঢাকা ও আশপাশের চারটি রুটের ১০০টি বাসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

Bangladesh / Dhaka

100 Dhaka buses get CCTV cameras for the safety of women

The Ministry of Women and Children Affairs has taken this initiative

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাজারজাতকরণ সুবিধা

- **অঙ্গনা:**

  মহিলা সমিতিসমূহের দরিদ্র মহিলাদের তৈরি পোষাক/পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের নীচতলায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় “অঙ্গনা” নামে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

- **জয়িতা:**

  জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ঢাকায় ধানমন্ডি এলাকার রাপা প্লাজা শপিং মলে 'জয়িতা' নামে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৮০টি মহিলা সংগঠনের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের মাধ্যমে প্রায় ১৪,০০০ নারী স্বাবলম্বী হয়ে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য চালুকৃত ভার্চুয়াল/ই-কমার্স শপ

লালসবুজ ডটকম (laalsobuj.com):

গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াসে “লালসবুজ ডটকম (laalsobuj.com)” নামের একটি ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস নির্মাণ করা হয়েছে।

ই-জয়িতা ডটকম (e-joyeeta.com):

জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রমকে অনলাইন মাধ্যমে চালু করার জন্য এবং তাদের ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ই-জয়িতা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম) চালু করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা এবং সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাগণ ই-জয়িতা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

নারী ও শিশুর চিকিৎসা সেবায় মন্ত্রণালয়

- সেগুনবাগিচায় মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন।
- মিরপুরে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন।
- উত্তরায় পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন।
- মিরপুরে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নার্সেস হোস্টেল স্থাপন।

যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিধান অনুযায়ী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে।
- মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে বাল্যবিবাহ বন্ধের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- হেল্পলাইন ১০৯ বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
- কিশোর-কিশোরী ক্লাবও বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রাখছে।

সরকার ব্যল্যবিয়ে বিরোধী প্রচারণার অসামান্য অবদান রাখার জন্য The Accfolade Global Film Competition 2017 Hunanitarian Award এবং The Accolade Winner Award End Child Marriage সম্মাননা অর্জন করেছে।

শিশুদের জন্য কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রধান দপ্তর, ৬৪টি জেলা অফিস ও ৬টি উপজেলা শাখা অফিসের মাধ্যমে শিশুর সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও বিনোদন বিষয়ের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর সারাদেশে শিশু একাডেমীর মাধ্যমে সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, অভিনয়, দাবাসহ ১৪টি সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- অতি দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাধ্যমে মোট ৬টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রদান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এর মাধ্যমে ৭৫০ জন অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এর জন্য কাজ করা হয়।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দরিদ্র শিশুদের কল্যানে এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪-৫ বছরের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের করে যা তাদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সহায়তা করে। এর প্রধান দপ্তর, ৬৪টি জেলা অফিস ও ৬টি উপজেলা শাখা অফিসসহ মোট ৭১টি অফিসে ১টি করে শিশু উন্নয়ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

কিশোর-কিশোরীর ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

- ‘কিশোর কিশোরি ক্লাব স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে (তৃণমূল পর্যায়ে) ৪৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে সচেতন করা হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় কিশোর কিশোরীদের ‘চেইঞ্জ এজেন্ট’ হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব সম্প্রসারণের নিমিত্ত একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ‘এক্সিলারেটিং প্রটেকশন ফর চিল্ড্রেন’ প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২১০০টি ক্লাব স্থাপন এর কার্যক্রম চলমান।

বিভিন্ন আইন/বিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০)
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১
- নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩
- ডিএনএ আইন ২০১৪
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭
- যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮
- বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তফসিলভুক্তকরন
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন

- ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস
- ১৭ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস
- ৮ আগস্ট, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিবস
- অক্টোবর মাসের ১ম সপ্তাহ, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ
- ১৮ অক্টোবর, শেখ রাসেল দিবস
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৬ দিন ব্যাপী কার্যক্রম (২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর)
- ৯ ডিসেম্বর, বেগম রোকেয়া দিবস

পদক

- বেগম রোকেয়া পদক
- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক
- জয়িতা সম্মাননা পদক

নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসমূহ

- নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য অবদানের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ ‘‘প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’’ এবং ‘‘এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড’’ অর্জন।
- জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১০ সালে সহগ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন (এমডিজি) বিশেষ করে শিশু মৃত্যু হার কমানোয় অসাধারণ সাফল্য অর্জন ও পুরস্কার গ্রহণ।
- ২০১১ সালে নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য প্যারিসের ডাউফিন ইউনিভার্সিটি থেকে ‘‘গোল্ড মেডেল’’ অর্জন।
- ২০১১ এবং ২০১৩ সালে জাতিসংঘ থেকে আইসিটির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোয় সফলতা পাওয়ায় ‘‘সাউথ-সাউথ’’ অ্যাওয়ার্ড অর্জন।
- শিশু মৃত্যু কমানো, পোলিও হ্রাসকরণ এবং ইউএন পিস কিপিং মিশনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য রোটারি পিস অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ গ্রহণ।
- ২০১৪ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ (শান্তি বৃক্ষ) পিস ট্রি অর্জন।
- ২০১৫ সালে আঞ্চলিক পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে ‘‘উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম’’ অ্যাওয়ার্ড অর্জন।
- ২০১৫ সালে ‘জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি’ দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে ‘চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ-২০১৫’ পুরস্কার প্রদান।
- নারী অধিকার এবং ক্ষমতায়নে বিশেয় আবদান রাখায় সিডনিতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল উইমেন্স সামিট ২০১৮ তে ‘গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন।
- দারিদ্র দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি-সমৃদ্ধ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার সার্বজনীন ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার ২০২১ অর্জন।

Websites of Ministry of Women and Children Affairs

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: www.mowca.gov.bd
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর: www.dwa.gov.bd
জাতীয় মহিলা সংস্থা: www.jms.gov.bd
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি: www.shishuacademy.gov.bd
জয়িতা ফাউন্ডেশন: www.joyeeta.gov.bd

ধন্যবাদ

https://www.facebook.com/ministryofwomenchildrenaffairs

https://www.youtube.com/channel/UCISw1QZhPTnzc2Gay8QRcJw